আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত হারুন (আ:)"**

তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা

হযরত হারুন (আ:) বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। এবং হযরত মুসার ভাই ছিলেন। তিনি ১২২ বছর জীবিত ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৩৯ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩১৭ সাল পর্যন্ত হজরত হারুনের সময়কাল গণনা করা হয়।

বনি ইসরাইলিদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে 'মসহ' করে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে "তালুত" ছিলেন ২য় ব্যাক্তি। এর আগে হজরত হারুনকে পুরোহিত শ্রেষ্ঠ (Chief Priest) হিসেবে 'মসহ' করা হয়েছিল। এরপর "মসহ" কৃত তৃতীয় ব্যাক্তি হলো হযরত দাউদ (আ:) এবং ৪র্থ হযরত ঈসা (আ:)। কিন্তু "তালুতকে" নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল বলে কুরআন বা হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই। নিছক বাদশাহী করার জন্য মনোনীত করা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, তিনি নবীও ছিলেন।

"সিন্দুক" প্রসঙ্গে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। তবুও এ থেকে আসল ঘটনার যথেস্ট বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। যা সিন্দুকটির জন্য বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে "অংগীকার সিন্দুক"

এক যুদ্ধে ফিলিস্তিনি মুশরিকরা বনি ইসরাইলিদের থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মুশরিকদের যে শহর ও যে জনপদে এটি রাখা হতো সেখানেই মহামারীর প্রাদুর্ভাব হতে থাকতো ব্যাপকভাবে।

অবশেষে তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ির ওপর রেখে হাঁকিয়ে দিয়েছিল। সম্ভবত এ বিষয়টিকে কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে যে, সেটি তখন ফেরেশতাদের রক্ষণাধীনে ছিল। কারণ সেই গরুর গাড়িটিতে কোনো চালক না বসিয়ে তাকে হাকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আল্লাহর হুকুমে তাকে হাকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আল্লাহর হুকুমে তাকে হাঁকিয়ে বনি ইসরাইলিদের দিকে নিয়ে আসা ছিল ফেরেস্তাদের কাজ।

আর এ সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মানসিক প্রশান্তি সামগ্রী-এ কথার অর্থ বাইবেলের বর্ণনা থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, বনি ইসরাইল এই সিন্দুকটিকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং নিজেদের বিজয় ও সাফল্যের প্রতীক মনে করতো।

এটি তাদের হাতছাড়া হবার পর সমগ্র জাতির মনোবল ভেঙে পরে। প্রত্যেক ইসরাইলি মনে করতে থাকে, আমাদের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে গেছে এবং আমাদের দুর্ভাগ্যের দিন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সিন্দুকটি ফিরে আসায় সমগ্র জাতির মনোবল ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। তাদের ভাঙ্গা মনোবল আবার জোড়া লেগে যায়। এভাবে এটি তাদের মানসিক প্রশান্তির কারণে পরিণত হয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

মুসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যাক্ত বরকতপূর্ণ জিনিসপত্র এ সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। এর অর্থ হচ্ছে "তুর-ই-সিনাই"- এ (সিনাই পাহাড়) মহান আল্লাহ হজরত মুসাকে পাথরের যে তখতীগুলো দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও হজরত মুসা নিজে লিখিয়ে তাওরাতের সে কপিটি বনী লভিকে দিয়েছিলেন সে মূল পাণ্ডুলিপিটিও এর মধ্যে ছিল। একটি বোতলে কিছুটা "মান্নাও" এর মধ্যে রক্ষিত ছিল, যাতে পরবর্তী বংধররা আল্লাহর সেই মহা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে, যা মহান আল্লাহ ঊষর মরুর বুকে তাদের বাপ-দাদাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন। আর সম্ভবত অসাধারণ মু'জিজা তথা মহা অলৌকিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হযরত মুসার সেই বিখ্যাত "আসা" ও এর মধ্যে ছিল।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হজরত হারুন মুসার চাইতে তিন বছরের বড় ছিলেন। (যাবা পুস্তক ৭:৭)

মানুষ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে. সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে শুনেও উপদেশ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়।

মনে হচ্ছে এটা এমন সময়ের কথা যখন হজরত মুসা (আ:) মিসরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হজরত হারুন কার্যত তার সাথে শরীক হয়ে গিয়েছিলেন।সে সময় ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে উভয়েই আল্লাহর কাছে যা নিবেদন পেশ করে থাকবেন।

দুই ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মুসা (আ:) এবং দাওয়াত দানের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাক্তিত্ব তাই ফেরাউন তাকে সম্মোধন করে. আর হতে পারে তাকে সম্মোধন করার আর একটি কারণও থাকতে পারে।ফেরাউন হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মিতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মিতার ক্ষেত্রে হযরত মুসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল।

ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ ছিল, তোমরা দু'জন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছ, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিও. সূরা নাজিয়াতে তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, **اَنَارَبُّكُمُ الْاَعْلٰى**

সূরা যুখরুফের ফেরাউন দরবারের সমস্ত লোকদেরকে সম্মোধন করে বলে,

يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ ٱلْأَنْهٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىَ (যুখরুফ : ৫১)

সূরা কাসাস ৩৮ আয়াতে ফেরাউন হুংকার দিয়ে বলেছে' সূরা সু'আরে ২৯ আয়াতে মুসাকে ধমক দিয়ে ফেরাউন বলে.

কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, ফেরাউন উর্ধে জগতে অন্য কারো শাসন কতৃত্ব স্বীকার করতো। সূরা আল'মুমিন ২৮-৩৪ এবং সূরা যুখরুফ ৫৩ আয়াত গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ুন। এ আয়াতগুলো এ কথা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতো না।

তবে তার রাজ্ নৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোনো রাসূল এসে তার উপর হুকুম চালাবে এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না।

তোমরা বনি ইসরাইল ও বনি ইসমাইল, দুনিয়ায় যে মর্যাদা লাভ করেছে সবের মূলে রয়েছে তোমাদের বাপ-দাদা ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক (আলাইহিমুস সালাম) প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আনুগত্য, নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা ও আল্লাহর হুকুমের জন্য উৎসর্গিত প্রানের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য।

তারা নিজেদের প্রকৃত মালিক ও প্রভুর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার কিছু প্রমান পেশ করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে এসব অনুগ্রহের হকদার হয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারাহ ২:২৪৮

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ
سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ
الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾

আর তাহাদের নবী তাহাদের বলিয়াছিল, 'তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবুত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন-বংশীয়গন যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্ট থাকিবে; ফিরিশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে. তোমরা যদি মু'মিন হও তবে অবসসই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে। (সূরা বাকারাহ ২:২৪৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ
أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَ
عِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

আমি তো তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তি নবীগনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম; ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকটও 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবুর দিয়াছিলাম। (সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আন'আম ৬:৮৪

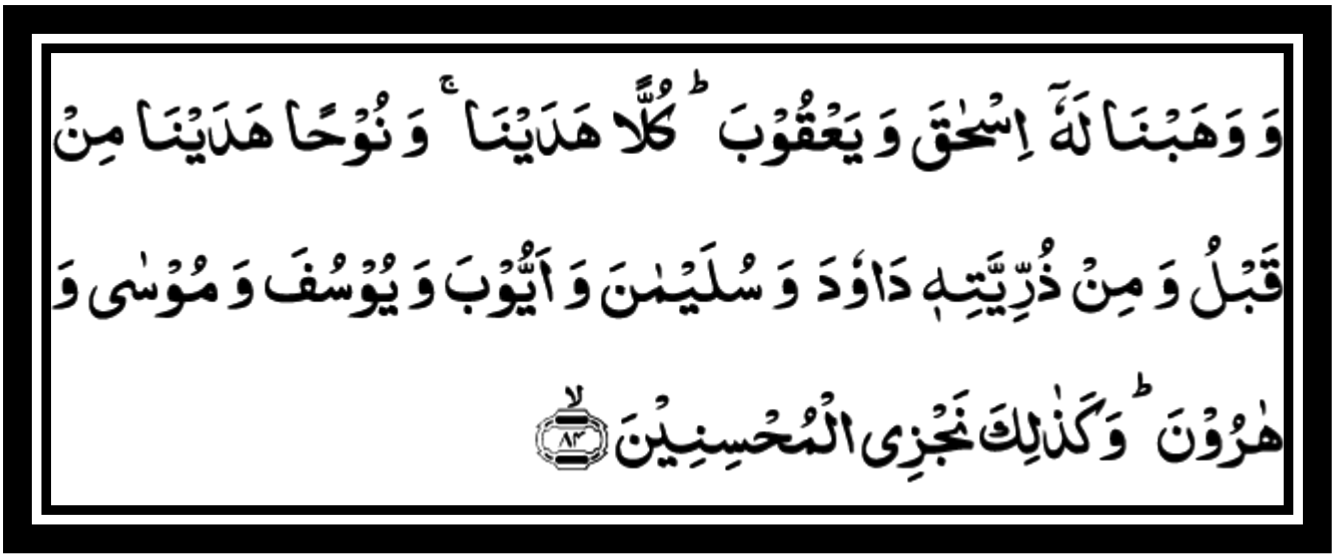
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ
قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَ
هٰرُونَ ۖ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নুহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নুহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলাইমান ও আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও; আর আইবভাবে সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি; (সূরা আল-আন'আম ৬:৮৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আরাফা ৭:১২১, ১২২

তাহারা বলিল, 'আমরা ঈমান আনিলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি,- (সূরা আল-আরাফা ৭:১২১)

'যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।' (সূরা আল-আরাফা ৭:১২২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আরাফা ৭:১৪২, ১৫০

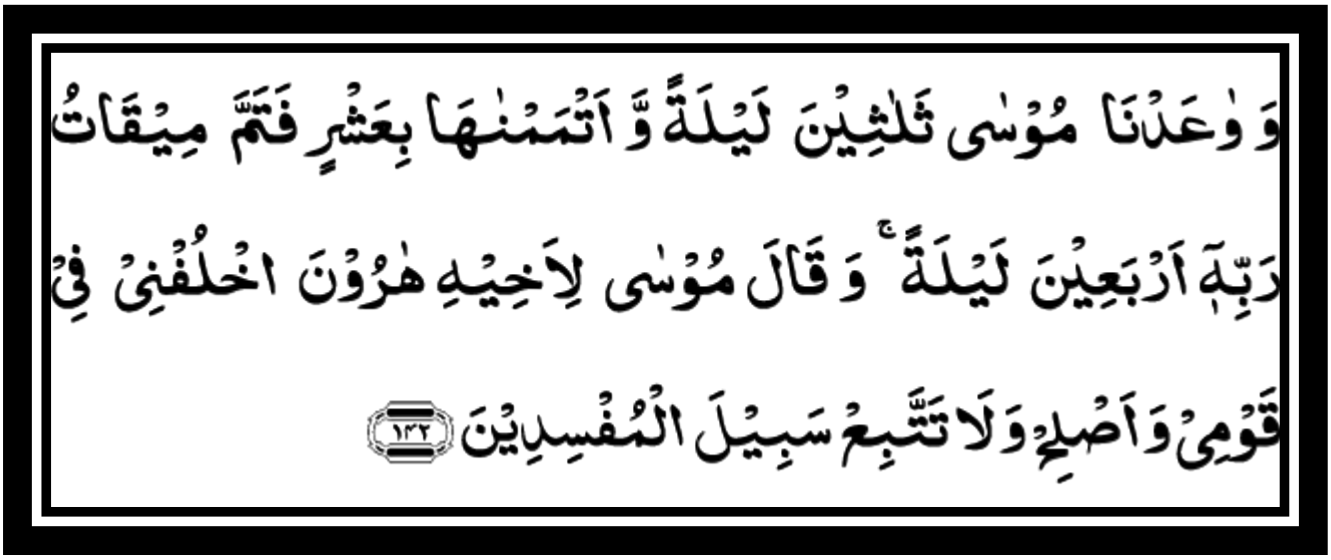

স্মরণ করো, মুসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরও দশ দ্বারা ইহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারুনকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্জয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।' (সূরা আল-আরাফা ৭:১৪২)

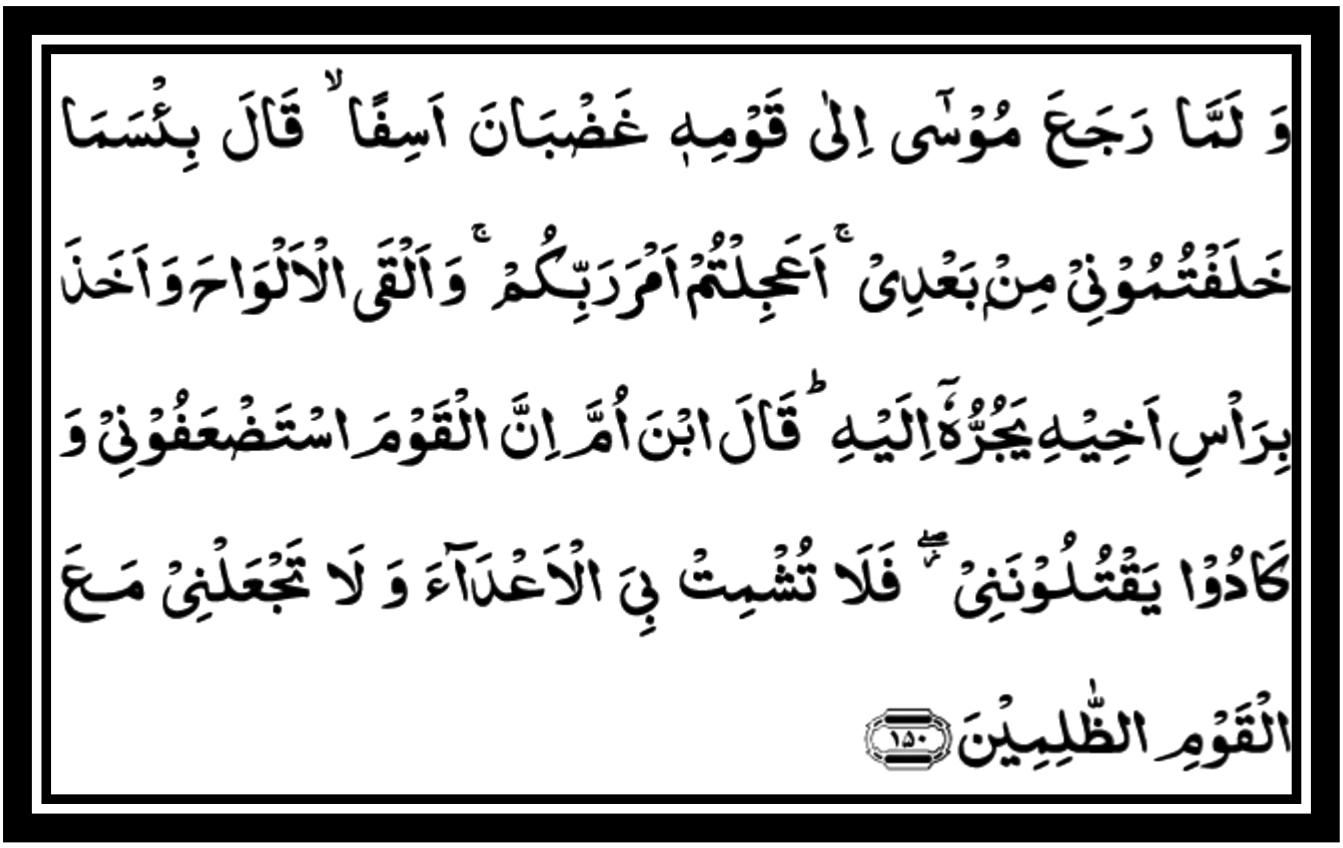
وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ
بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ
كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۪ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۰﴾

মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে? এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারুন বলিল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সঙ্গে এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।' (সূরা আল-আরাফা ৭:১৫০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইউনুস ১০:৭৫</u>

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ
بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۷۵﴾

পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফিরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহার অহংকার করে এবং উহার ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। (সূরা ইউনুস ১০:৭৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মরিয়াম ১৯:২৮

হে হারুন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মতো ছিল না ব্যভিচারিনী।
(সূরা মরিয়াম ১৯:২৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ত্বাহা ২০:২৯ থেকে ৩৫ এবং ৭০ ও ৯২

আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; (সূরা ত্বাহা ২০:২৯)

আমার ভ্রাতা হারুনকে; (সূরা ত্বাহা ২০:৩০)

তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর, (সূরা ত্বাহা ২০:৩১)

ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর, (সূরা ত্বাহা ২০:৩২)

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর; (সূরা ত্বাহা ২০:৩৩)

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। (সূরা ত্বাহা ২০:৩৪)

إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

নিশ্চয়ই তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি দাতা। (সূরা ত্বাহা ২০:৩৫)

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

অতঃপর যাদুকরেরা সিজদাবনত হইল ও বলিল, 'আমরা হারুন ও মুসা প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম.' (সূরা ত্বাহা ২০:৭০)

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

মুসা বলিল, 'হে হারুন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল; (সূরা ত্বাহা ২০:৯২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আম্বিয়া ২১:৪৮

আমি তো মুসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য;
(সূরা আম্বিয়া ২১:৪৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-মু'মিনুন ২৩:৪৫

অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমানসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারুনকে পাঠাইলাম,
(সূরা আল-মু'মিনুন ২৩:৪৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩৫

আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা হারুনকে সাহায্যকারী করিয়াছিলাম,
(সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১২, ১৩, ৪৭ ও ৪৮

তখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে, (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১২)

এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও। (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:১৩)

এবং বলিল, আমার ঈমান আনয়ন করিলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি, (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:৪৭)

যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক। (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬:৪৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ক্বাসাস ২৮:৩৩, ৩৪

মুসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো উহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি। ফলে আমি আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৩৩)

আমার ভ্রাতা হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্মী; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (সূরা ক্বাসাস ২৮:৩৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আশ-সাফফাত ১১৪ থেকে ১২০

আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মুসা ও হারুনের প্রতি, (সূরা আশ-সাফফাত ১১৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ ١١٥

এবং তাহাদেরকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।
(সূরা আশ-সাফফাত ১১৫)

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۚ ١١٦

আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদেরকে ফলে তাঁহারাই হইয়াছিল বিজয়ী। (সূরা আশ-সাফফাত ১১৬)

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۚ ١١٧

আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব। (সূরা আশ-সাফফাত ১১৭)

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۚ ١١٨

এবং তাহাদেরকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। (সূরা আশ-সাফফাত ১১৮)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ ١١٩

আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। (সূরা আশ-সাফফাত ১১৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

মুসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! (সূরা আশ-সাফফাত ১২০)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের পথে চলি, ন্যায়ের পথে চলি এবং আমাদের আমল গুলো সহিহ করে নেই। শিরকমুক্ত ইবাদাত করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করো।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/